● দৈনিক ইনকিলাব
31
তারিখ ... 07 NOV 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

শিক্ষাঙ্গন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ও কিছু কথা

শিক্ষাদান এবং মূল্যায়ন এ দু'টো পদ্ধতি সার্বজনীনভাবে প্রত্যেক দেশেরই শিক্ষা ব্যবস্থার অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই আমাদের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান সঠিকভাবে অর্জিত হচ্ছে কি-না তার যথাযথ মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯২ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য সিলেবাসে সকল বিষয়ে ৫০% নম্বরের "নৈর্ব্যক্তিক কৃতিত্ব অভীক্ষা" অন্তর্ভুক্ত করা, হয়েছে।

পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে প্রশংসা ও সমর্থনের দাবীদার। কিন্তু "সরিষার ভূত" বলে একটা কথার সাথে তো আমরা সকলেই পরিচিত। শিক্ষক সমাজের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখিয়েও আমি বলতে পারি কিছু কিছু দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষক আছেন যারা পরীক্ষা কক্ষে পরীক্ষার্থীদের শুধু নকল করতে সহায়তাই করেন না, অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে নকল সরবরাহ করে থাকেন। এর প্রমাণ পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে প্রকাশিত সংবাদপত্রে প্রচারিত সংবাদ।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করায় এ ধরনের একজন দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষক ইচ্ছা করলে পরীক্ষার্থীর ৫০টি প্রশ্নই খুব অল্প সময়ে সমাধান করে দিতে পারেন। কাজেই পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের সকল পরিকল্পনাই ব্যর্থ হবে। আমরা আমাদের দেশ ও সমাজ সম্পর্কে একটু অনুধাবন করার চেষ্টা করলে সহজেই বুঝতে পারবো যে, এ ধরনের ভূত সরিষাতে থাকবেই। তাই এই সরিষার ভূতকে বিতাড়িত বা নিষ্ক্রিয় করতে না পারলে নকল রোধের তথা আগামী প্রজন্মকে সুশিক্ষিত করে তোলার সকল পরিকল্পনাই বৃথা যাবে। এই দিকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেয়া উচিত এবং সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেয়া আবশ্যক। —জি, এম, সোলায়মান বাবু